তারুণ্য বার্তা

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ-এর একটি অনলাইন বার্তাপত্র

বর্ষ ১, সংখ্যা ৩৩ | ৪ জুন ২০২০

করোনাসহিষ্ণু গ্রাম গড়তে রেজওয়ানার উদ্যোগ

বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার খাউলিয়া ইউনিয়নের কুমারখালী গ্রামের রেজওয়ানা করিম (মুন) খুলনা সরকারি মহিলা কলেজে পড়ালেখা করছেন। ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারে তিনি একজন সদ্য যুক্ত হওয়া সদস্য। মুন এবারের ঈদের খরচের জন্য পাওয়া পুরো টাকাটাই ব্যয় করেছেন করোনা সংকটে কর্মহীন অসহায় দারিদ্র পরিবারের শিশুদের ঈদের নতুন জামা কাপড় কিনে দিয়ে। তিনি তার ব্যক্তিগত অর্থ দিয়ে ৯টি পরিবারের ১১ জন শিশুকে ঈদের নতুন পোশাক কিনে দেন। যে সকল শিশুকে ঈদের এই উপহার দেওয়া হয়, তারা নতুন জামা পড়ার পরে যে উল্লাস প্রকাশ করে, তা দেখে মুনের মন ভরে যায়। এছাড়াও তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে

২০টি পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সাবান, ২৫টি পরিবারকে মাস্ক ও ১০ লিটার হ্যান্ড ওয়াস (স্যাপি ওয়াটার) তৈরি করে বিতরণ করেন। তিনি এই মানবিক কাজে অংশগ্রহণে সহায়তা ও অনুপ্রেরণার জন্য ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একইসাথে এই কাজে সহায়তার জন্য স্থানীয় ইয়ুথ লিডারদের ধন্যবাদ জানান। মুন এর এই কাজ অন্য ইয়ুথ লিডারদের মাঝে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে। মুন বিশ্বাস করেন, ইয়ুথ লিডরদের সক্রিয়তার মাধ্যমেই করোনাসহিষ্ণু মুক্ত গ্রাম গড়ে তোলা সম্ভব। এ কাজে তিনি সাধ্যমতো সক্রিয় থাকবেন।

করোনা মোকাবেলায় নাসরিন

নওগাঁ সাপাহার ডিগ্রী কলজেরে সম্মান তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত ইয়ুথ লিডার সুলতানা নাসরনি। করোনা মোকাবেলায় তিনি ১১ মার্চ ২০২০ থেকে নিজ গ্রাম দবির-এর বাড়িতে বাড়িতে মানুষকে সচতেন করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। প্রথমত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং অভ্যাস পরিবর্তনের গুরুত্ব অনুধাবন করে ইন্টারনেটে থাকা বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রচারপত্র তৈরি ও বিতরণ করেছেন প্রায় ৬০০ মানুষের মধ্যে। প্রচারাভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মাস্ক ব্যবহারে অনীহা প্রত্যক্ষ করছেন। তখন তিনি নিজে কাপড় কিনে সেলাই করে প্রথম দফায় গত ২৮ এপ্রিল ২০০ জন মানুষকে এবং দ্বিতীয় দফায় গত ১২ মে আরও ১৫০ জন মানুষকে মাস্ক উপহার দিয়েছেন। তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এখন এলাকার অনেকেই মাস্ক ব্যবহার করছে।

সুলতানা নাসরিন মনে করেন, সংক্রমণকে বাধাগ্রস্ত করা গেলে রোগ ছড়ানোর ঝুঁকিও কমবে। প্রচারপত্র ও মাস্ক বিতরণের পাপাশি তাই তিনি সাবান বা ডিটারজেন্ট ব্যবহার

করতে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন বাড়িতে প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। জীবাণুমুক্ত থাকতে যথাযথভাবে পানি দিয়ে হাত ধোয়াসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে গ্রামের সবাইকে উৎসাহিত করছেন।

ইতোমধ্যে দবির এলাকায় সুলতানা নাসরিনের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলেছে। দবির ইউনয়িন পরষিদ চেয়ারম্যান আব্দুল হামিদ সরকার বলনে, তরুণরা আমাদের সচতেনতা বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক সহায়তা করছে। সচতেন হলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে করোনা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব।

মানুষের পাশে ইয়ুথ লিডার জান্নাতুন

করোনা মহামারী থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে সারা দেশের ইয়ুথ লিডাররা। নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার খালিশা-চাপানী ইউনিয়ন ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার ইউনিটের যুগ্ম সমন্বয়কারী মোছাঃ জান্নাতুন ফেরদৌস (আল্পনা) গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছেন করোনা মোকাবেলায়। ইয়ুথ লিডার জান্নাতুন তার

নিজ উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে খালিশা-চাপানী ইউনিয়নে নিজ গ্রাম ডালিয়ার ৫০টি পরিবারের মাঝে জীবাণুনাশক স্প্রে, হাত ধোয়ার সঠিক কৌশল শেখানো, ৩০টি পরিবারের মাঝে সচেতনতামূলক প্রচারপত্র বিতরণ করেন। তাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার নীলফামারী জেলা ফোরামের সমন্বয়কারী মোঃ নুরুজ্জামান সরকার। উল্লেখ্য, দেশে করোনা সংক্রমণের শুরু থেকেই নীলফামারীরর ইয়ুথ লিডাররা করোনা প্রতিরোধ এবং মানবিক সহায়তায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

উপদেষ্টা: ড. বদিউল আলম মজুমদার, নাছিমা আক্তার জলি
সম্পাদক: শশাঙ্ক বরণ রায়, আমজাদ হোসেন রাজিব
প্রকাশনায়: ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ
সহযোগিতায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

yeh.bd@thp.org
yeh.thpbd.org | thpbd.org
facebook.com/YEHBD
হেরাল্ডিক হাইটস, ২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল-৪)
ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১৩-০৪৭৯, ৯১২-২০৮৬